রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ৮, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৮ই জুন, ২০০৯/২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬

নিম্নলিখিত বিলগুলি ৮ই জুন, ২০০৯/২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে ঃ—

বা. জা. স. বিল নং ৪১/২০০৯

Pesticides Ordinance, 1971 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Pesticides Ordinance, 1971(Ord. No.II of 1971) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন The Pesticides (Amendment) Act, 2009 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১০ কার্তিক, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৫ অক্টোবর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

২। **Ordinance No. II of 1971 এর section 8 এর সংশোধন।**—Pesticides Ordinance, 1971 (Ord. No.II of 1971), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর section 8 এর sub-section (2) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (3) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(3) An application for the renewal of registration shall be made at least thirty days before its expiry".।

৩। **Ordinance No. II of 1971 এর section 21 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 21 এর "one thousand" শব্দগুলির পরিবর্তে "twenty thousand", "two thousand" শব্দগুলির পরিবতে "thirty thousand", "three thousand" শব্দগুলির পরিবর্তে "fifty thousand" এবং "one year" শব্দগুলির পরিবর্তে "two years" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **Ordinance No. II of 1971 এর section 22 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 22 এর "one thousand" শব্দগুলির পরিবর্তে "twenty thousand" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **Ordinance No. II of 1971 এর section 23 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 23 এর—

(ক) clause (c) এর শেষে "or" শব্দটি সংযোজিত হইবে এবং উহার পর নিম্নরূপ নূতন clause (d) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(d) gives any false statement during registration (prior and after) will get no scope for further registration and,"; এবং

(খ) "two thousand and five hundred" শব্দগুলির পরিবর্তে "twenty five thousand" এবং "five thousand" শব্দগুলির পরিবর্তে "fifty thousand" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ।

৬। **হেফাজত সংক্রান্ড় বিশেষ বিধান।**—(১) Pesticides (Amendment) Ordinance, 2007 (২০০৭ সনের ৩০নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীটনাশকের উৎপাদন, আমদানী, ব্যবহার ইত্যাদি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে The Pesticides Ordinance, 1971 (Ordinance No. II of 1971) প্রণয়ন করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৩৬ বৎসর আগে প্রণীত উক্ত অধ্যাদেশে উল্লিখিত বিধান লংঘনজনিত অপরাধ ও এতদ্‌সম্পর্কিত কতিপয় দণ্ডের বিধান বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অপ্রতুল বিবেচিত হওয়ায় উহা সংশোধনপূর্বক হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যমান অধ্যাদেশটির ধারা ৮, ২১, ২২ ও ২৩-এ কতিপয় সংযোজন ও পরিবর্তন করে The Pesticides (Amendment) Ordinance, 2007 শীর্ষক একটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। গত ২৫ আগস্ট, ২০০৭ তারিখ উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে The Pesticides (Amendment) Ordinance, 2007 খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৪-১০-২০০৭ তারিখে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে The Pesticides (Amendment) Ordinance, 2007, ২৫ অক্টোবর, ২০০৭ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

২। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন ও জনস্বার্থে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কীটনাশকের সুষম ও সুষ্ঠু ব্যবহার ও যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনার জন্য The Pesticides (Amendment) Act, 2009 বিল প্রণয়ন করা হয়।

৩। গত ২ মার্চ, ২০০৯ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিলটি নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দেয়া হয়।

৪। কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীটনাশকের উৎপাদন, আমদানী, ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে The Pesticides (Amendment) 2007 এর বিধানসমূহ বহাল ও চালু রাখা প্রয়োজন।

৫। এমতাবস্থায়, The Pesticides (Amendment) Act, 2009 বিলটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হইল।

বেগম মতিয়া চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

বা. জা. স. বিল নং ৪২/২০০৯

সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ২ চৈত্র, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৬ মার্চ, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০০৬ সনের ৬ নং আইন এর ধারা ২ এর সংশোধন**।—সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬ নং আইন), অতপরঃ উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৭) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা ৭(ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(৭ক) "জৈব সার বা Organic Fertilizer" অর্থ জৈব পদার্থ হইতে সংগৃহীত, প্রক্রিয়াজাত অথবা রূপান্তরিত সার;";

(খ) দফা (২০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২০) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২০) "মিশ্র সার বা Mixed Fertilizer" অর্থ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক অথবা জৈব সারের মিশ্রণ হইতে প্রস্তুতকৃত সার;";

(গ) দফা (২৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২৪) "সার বা Fertilizer" অর্থ রাসায়নিক সার, জৈব সার ও জীবাণু সার এবং ইহা ছাড়াও সরলসার, মিশ্র সার, যৌগিক সার, অনুপুষ্টি সার এবং সারজাতীয় দ্রব্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;"।

৩। **২০০৬ সনের ৬ নং আইন এর ধারা ৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(খখ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত জৈব সারের বিনির্দেশ অনুমোদনের বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশকরণ;"।

৪। **২০০৬ সনের ৬ নং আইন এর ধারা ১৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির " ।" পরিবর্তে সেমিকোলন ";" প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উহার পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছ) ও (জ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(ছ) উৎপাদনের তারিখ; এবং

(জ) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP)।"।

৫। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৭ নং অধ্যাদেশ), অতপরঃ উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ-সম্বলিত বিবৃতি

কৃষি কাজে ব্যবহার্য সার ও সার জাতীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, আমদানী, সংরক্ষণ, বিতরণ পরিবহন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু আইনটিতে জৈব সারের ব্যবহার ও এর নিয়ন্ত্রণমূলক কোন ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এদিকে চাষাবাদে জৈব সার নামে এক প্রকার সার মাঠে ব্যবহার হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এটি বাজারজাত করে আসছে। কিন্তু এই সার আইনে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এর কোন বিনির্দেশনা প্রণীত হয় নাই। ফলে এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নাই। এদিকে অনেক ক্ষেত্রে কথিত জৈব সার ব্যবহার করে কৃষকরা প্রতারিত হচ্ছেন বলে জানা যায়।

২। এ প্রেক্ষাপটে সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ সংশোধন করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত জৈব সার আইনের আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যমান আইনটির ধারা ২ এর ৭(ক), ২ এর (২০) এবং ২ এর (২৪), ধারা ৪ ও ধারা ১৩, এর কতিপয় সংযোজন ও পরিবর্তন করে সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ শীর্ষক একটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়।

৩। গত ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৩-০৩-২০০৮ তারিখে এই অধ্যাদেশ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ১৬ মার্চ, ২০০৮ তারিখে সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

৪। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন ও জনস্বার্থে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত জৈব সার আইনের আওতায় আনার প্রেক্ষিতে সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০০৯ বিল প্রণয়ন করা হলো।

৫। গত ২ মার্চ, ২০০৯ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিলটি নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়।

৬। কৃষি কাজে ব্যবহার্য সার ও সার জাতীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, আমদানী, সংরক্ষণ, বিতরণ, পরিবহন, বিক্রয় ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত জৈব সার ব্যবহারের লক্ষ্যে সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর বিধানসমূহ বহাল ও চালু রাখা প্রয়োজন।

৭। এমতাবস্থায়, সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০০৯ বিলটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

বেগম মতিয়া চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ আবুল কাসেম, অতিঃ নিয়ন্ত্রক, অতিরিক্ত দায়িত্বে, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd